রাকসু ইতিহাসে প্রথম নারী জিএস প্রার্থী আফরিন জাহান

রাবি সংবাদদাতা :

প্রকাশিত: ২৩:১৮, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন রাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদে জিএস এবং সিনেট সদস্য পদপ্রার্থী উর্দু বিভাগের শিক্ষার্থী আফরিন জাহান। আজ ২ সেপ্টেম্বর , বিকেল ৫ টায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তিনি প্রার্থীতা ঘোষণা করেন।

আফরিন জাহান একজন সাংস্কৃতিক ও নারী অধিকারকর্মী। নারী নিপীড়ন ও ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন, আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন সময় সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও জুলাই অভ্যুত্থানে তিনি প্রথমদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তীতে টাঙ্গাইলে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

করোনাকালে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হলে সে সময়েও হল ও ক্যাম্পাস খোলার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি নারীদের আর্থ-সামাজিক অধিকার ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিকতার লড়াইয়ে আফরিন জাহান অগ্রসৈনিক।

রাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদে জিএস পদে এবং সিনেট সদস্য পদের প্রার্থীতা বিষয়ে আফরিন জাহান বলেন, "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জিএস এবং সিনেট সদস্য পদের প্রার্থী হিসেবে গত ৩১ আগস্ট মনোনয়ন উত্তোলন করেছি। যদিও একজন নারী হিসেবে এই পদে নির্বাচন করা অনেকটা চ্যালেঞ্জিং। আমি শিক্ষা, জবাবদিহিতা এবং ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে এগিয়ে নিতে চাই। একই সাথে পুরো ক্যাম্পাসকে যেন শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস বিশেষত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নারীবান্ধব ক্যাম্পাসে পরিণত করতে চাই।"

আফরিন আরও বলেন, " আপনারা দেখে থাকবেন বাংলাদেশের ইতিহাসে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও তাদের স্বীকৃতি থাকে না। যদি এই জুলাই আন্দোলনেও দেখি তাহলে দেখবো নারীরা অনন্য ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু স্বীকৃতির বেলায় তাদের গণ্য করা হয় না। এমনকি তারা ন্যূনতম সম্মানটুকু পায় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও নারীদের নানান সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এই ক্যাম্পাস নারী নিপীড়নের ঘটনা নিত্যনৈমন্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথে ঘাটে তাদের লাঞ্ছনার শিকার হতে। এছাড়াও অনলাইন বুলিং তো আছেই।"

তিনি আরও বলেন, " যে নারীরা সাহস করে নেতৃত্ব দিতে চায় তাদেরকে নানান ধরণে বাজে মন্তব্যের শিকার হতে হয়। সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে হয়। যার ফলে এতো বড় একটা উৎসবমুখর নির্বাচন হতে যাচ্ছে কিন্তু নারীদের মধ্যে কোন আমেজ নাই। অনেক পুরুষ প্রার্থী থাকলেও কেন্দ্রীয় সংসদে নারী প্রার্থীর সংখ্যা খুবই কম। নানান সামাজিক চাপ ও ভয়ের কারণে তারা প্রার্থী হতে চাচ্ছেন না।"

আফরিন বলেন, " আমি সকল নারীদের কণ্ঠস্বর হয়ে এই নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদে জিএস এবং সিনেট সদস্য পদে প্রার্থী হয়েছি। আমি এই নির্বাচনকে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ন্যায্য হিস্যা প্রতিষ্ঠাই আমার মুল লক্ষ্য। আশাকরি সকল শিক্ষার্থী আমার পাশে থাকবেন।"

এছাড়াও আফরিন বলেন, " আমি একটি প্যানেল থেকে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। যারা দীর্ঘদিন ধরে নিরাপদ ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা, ছাত্রলীগের সন্ত্রাস ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ে সংগ্রাম করেছেন তাদেরকে নিয়েই আমরা প্যানেল করছি। খুব শীঘ্রই আমরা প্যানেল প্রকাশ করবো।"

আফরিন জাহান উত্তরণ লেখক ও পাঠকের সূতিকাগার রাবি শাখার সাবেক আহ্বায়ক এবং কেন্দ্রীয় সদস্য। অনুবাদ ভিত্তিক সংগঠন বাংলা-উর্দু লিটারেরি ফোরামের একজন সংগঠক। তিনি লেখালেখির পাশাপাশি সম্পাদনার কাজেও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। আফরিন জাহান উত্তরণ পরিপূরক ছোটকাগজ 'ভ্রুণ' এর সম্পাদক। এছাড়াও উত্তরণ সাহিত্য পত্রিকা এবং অনুকার সাহিত্য পত্রিকার সহ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। ২০২৩ সালে উত্তরণ প্রকাশ থেকে প্রকাশিত তার প্রথম 'চিন্তাসূত্র' পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। এই

গ্রন্থে তিনি নারীদের অধিকার ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয় তুলে ধরেছেন।